Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Unqualified seller/prescriber
Length of the interview/discussion: 01:13 min.
ID: IDI_AMR201_SLM_Ani_UnPQ_R_14 Sep17

Demographic Information:

| Gender | Age | Education | Seller/prescriber | Category | Year of service | Ethnicity | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 42 | S.S.C | Unqualified seller/prescriber | Animal | 3 Years | Banglai | |

প্রশ্নর্কতা: আসসালামুলাইকুম। আমি হচিছ ভাইয়া এস এম এস। ঢাকা মহাখালী কলেরা হাসপাতাল (আইসিডিডিআর,বি-তে) কাজ করি। আমরা বর্তমানে একটা গবেষনা করতেছি মানুষ এবং বাসাবাড়িতে যে সমস্ত প্রানী আছে তারা যখন অসুস্থ হয়; তখন পরামর্শ এবং চিকিৎসার জন্য তারা কোথায় যায় এবং কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক কিনে কিনা এবং ঔষধের দোকানের মালিক/প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা/ চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী অথবা যিনি এন্টিবায়োটিক বিক্রয়/প্রদান করেন তাদের কাছ থেকে আমরা জানতে চাই যে তারা কিভাবে এন্টিবায়োটিক বিক্রয় ও সেবনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তো আপনি যে তথ্য দিবেন ভাই এটা সম্মূর্ণ গোপনীয়ভাবে আমরা কলেরা হাসপাতাল আইসিডিডিআর,বি-তে সংরক্ষরন করবো এবং গবেষনার কাজেই এটা শুধুমাত্র ব্যবহার করা হবে। এ বিষয়ে আমি আপনারকে আগে বিস্তারিত খুলে বলছি এবং আপনি সম্মত হইছেন ও কনসেন্ট পেপারে সাইন দিছেন। কেমন আছেন ভাই?

উত্তরদাতা: আলহামদিল্লাহ্।

প্রশ্নর্কতা: ধন্যবাদ। ভাল আছেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নর্কতা: প্রথমে যেটা জানতে চাচ্ছিলাম, আপনার এটা কি ধরনের দোকান?

উত্তরদাতা: এটা ভেটৈনারীর।

প্রশ্নর্কতা: এখানে শুধু কি গবাদি পশুর, নাকি হাঁস মুরগীর ঔষধ ও বিক্রি করা হয়?

উত্তরদাতা: না। গবাদি পশুর ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা: আপনি ঔষধ বিক্রেতা হিসাবে কত বছর ধরে এ পেশায় আছেন?

উত্তরদাতা: ৩-৪ বছর।

প্রশ্নর্কতা: এর আগে কি কাজ করতেন?

উত্তরদাতা: বিদেশ ছিলাম।

প্রশ্নর্কতা: কোন দেশে ছিলেন?

উত্তরদাতা: মালয়শিয়াতে ছিলাম।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। আপনি যে ঔষধ বিক্রয় করতেছেন, আপনি কোন জায়গা থেকে ট্রেনিং নিছেন?

উত্তরদাতা: কৃত্রিম প্রজনন থেকে প্রশিক্ষন নিছি।

প্রশ্নর্কতা: এটা কোন জায়গা থেকে প্রশিক্ষন নিছেন?

উত্তরদাতা: রাজশাহী রাজাবাড়ি হাট।

প্রশ্নর্কতা: এটি কত দিনের প্রশিক্ষন ছিল?

উত্তরদাতা: ৩ মাসের।

প্রশ্নর্কতা: আপনি কি ঔষধ বিষয়ক কোন ধরনের পরীক্ষায় অংশগ্রহন করেছিলেন? করলে, সেটা কি ধরনের পরীক্ষা ছিল?

উত্তরদাতা: না ঐখানই। ঐ তিন মাসের ট্রেনিং এ যে পরীক্ষা ঐখানেই পরীক্ষা দিছি।

প্রশ্নর্কতা: এ ছাড়া আর কোন কোর্স বা অন্য কিছু করছেন অন্য জায়গায়?

উত্তরদাতা: না এ ছাড়া আর কিছু করি নাই।

প্রশ্নর্কতা: আপনি এমনি পড়াশুনা করছেন কতটুকু?

উত্তরদাতা: এস এস সি পাশ করছি।

প্রশ্নর্কতা: আপনার দোকানের কোন লাইসেন্স আছে?

উত্তরদাতা: লাইসেন্স বললামি তো আপনাকে।

প্রশ্নর্কতা: মানে একটা যে বলছিলেন রফিক ফার্মেসী। এটাতো মানে---- ?

উত্তরদাতা: আমরা একত্রে ছিলাম।

প্রশ্নর্কতা: দুই ভাই।

উত্তরদাতা: ইদানিং কিছু দিন যাবত ডিভাইডেড।

প্রশ্নর্কতা: ডিভাইডেড হওয়ার পরে লাইসেন্সটা এখন কার দোকানে থাকে? আপনার দোকানে থাকে, নাকি ভাই এর দোকানে থাকে?

উত্তরদাতা: ভাই এর দোকানে। আমার দোকানে লাইসেন্স করতে হবে।

প্রশ্নর্কতা: আপনি কি এই দোকানের মালিক?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। নিজস্ব দোকান।

প্রশ্নর্কতা: তো এখন ভাই যে বিষয়টা জানতে চাচ্ছি তা হচ্ছে, এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহার নিয়ে। এই দোকানের আপনার কাজ সম্পর্কে যদি একটু বলেন। মানে আপনি কি কি কাজ করে থাকেন? কি কি ধরনের সেবা দিয়ে থাকেন?

উত্তরদাতা: এখানে বিভিন্ন প্রেসক্রিপশন আসে। আমাদের গোড়াই পশু হাসপাতাল আছে। তাদের প্রেসক্রিপশন আসে। তাদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ঔষধ বিক্রয় করা হয়।

প্রশ্নর্কতা: আর?

উত্তরদাতা: আর টুকটাক সমস্যা দেখা দিলে ওটা আমরা নিজেরা করি বা ভেটেনারী সার্জনদের সহায়তা নেই।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধ বিক্রয় করার সাথে সাথে আপনি যে বিভিন্ন জায়গায় যে পরামর্শ বা গবাদী পশু দেখে থাকেন এ বিষয়ে যদি আপনি একটু বলেন?

উত্তরদাতা: প্রাথমিকভাবে সাধারন যে জ্বর টর বা সমস্যা দেখা দেয় সেটা যদি আমাদের করার মত সার্মথ্য থাকে তাহলে আমরা কিছু চিকিৎসা দেই; তা না হলে উপজেলায় যে পশু কর্মকর্তা আছে এদের নলেজে দেই।

প্রশ্নর্কতা: তা হলে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন? আর কিছুক্ষন আগে যে একটা গবাদি পশু দেখতে গেলেন, ওটার কি সমস্যা ছিল?

উত্তরদাতা: ওটা এলার্জিজনিত।

প্রশ্নর্কতা: তো কোন সময় কি এন্টিবায়োটিক প্রদান করেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক আমরা খুব একটা ব্যবহার কনি না। বেশিরভাগ সময় যে সার্জন আছে এদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী আমরা দিয়ে থাকি।

(০৫ মিনিট ২০ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: আমরা যেটা জানি বাংলাদেশে ধরেন যে পরিমান ভেটেনারী সার্জন আছে তার তুলনায় গবাদি পশুর সংখ্যাতো অনেক বেশি। বিভিন্ন জায়গায় তো সেবা দেয়া সম্ভব ও না। যারা উনাদের পরে আছে, উনারা বলেন যে তারা ও দেয়। আপনারা সাধারনত কি ধরনের এন্টিবায়োটিক দিযে থাকেন?

উত্তরদাতা: যেমন প্রোনাপেন আছে বা এমকক্স আছে, মক্সাসিলিন ভেট আছে, স্কেপ ভিট আছে।

প্রশ্নর্কতা: তা হলে সাধারন রোগের জন্য ঔষধ দিচ্ছেন, এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন, ঔষধ বিক্রি করেন প্লাস ভেটেনারী ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ঔষধ বিক্রি করেন এবং আর কি করেন?

উত্তরদাতা: ভেটেনারী ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ঔষধ দিয়ে থাকি এবং বড় ধরনের কোন রোগ হইলে উনাদের নলেজে দেই। উনাদের টেলিফোন করে আইনা বাড়িতে চিকিৎসা করাই।

প্রশ্নর্কতা: টেলিফোনে যোগাযোগটা কে করে? মানে যিনি গরুর মালিক উনি করে, নাকি আপনারা করেন?

উত্তরদাতা: উনাদের নাম্বার থাকে না। আমাদের কাছে নাম্বার আছে। আমরা টেলিফোন কইরা আনি।

প্রশ্নর্কতা: টেলিফোন করলে উনি আসেন?

উত্তরদাতা: উনি সময় থাকলে আসে।

প্রশ্নর্কতা: টেলিফোনে অনুরোধটা আপনি করেন নাকি যিনি গবাদি পশুর মালিক উনি করেন?

উত্তরদাতা: অনেক সময় যদি বেশি সিরিয়াস থাকে তখন নাম্বার দিয়া দেই। উনারা নিজেরা ও যোগাযোগ করে।

প্রশ্নর্কতা: কখন আপনারা যোগাযোগ করেন?

উত্তরদাতা: আমরা যোগাযোগ করি যখন আমাকে নিয়ে গেল এবং আমার পক্ষে সম্ভব না। তখন ওখানে যে স্যার তার সাথে যোগাযোগ করি।

প্রশ্নর্কতা: কোন সময় তার সাথে বুদ্ধি পরামর্শ এটা করেন? ধরেন, একটা জিনিষ আপনি দেখলেন। মনে করলেন যে, তার সাথে মনে হয় কথা বলে নিলে ভাল হয়।

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। অনেক সময় বলি স্যার এই অবস্থায় আছে। এটা কি করতে পারি? তখন অবশ্যই বলে দেয় যে এই এই করতে পারেন।

প্রশ্নর্কতা: সহযোগিতা করে তারা?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ সহযোগিতা করে।

প্রশ্নর্কতা: আপনার এই ঔষধের দোকান কয়টার দিকে খুলেন এবং কয়টার দিকে বন্ধ করেন?

উত্তরদাতা: সকালে কোন সময় ৮টায় খুলি। কোন সময় ৯টায় খুলি। একবার নিদিষ্ট সময়ে আমরা খুলি না।

প্রশ্নর্কতা: তারপর দুপুরে কি দোকান বন্ধ থাকে?

উত্তরদাতা: কোন বাড়িতে অন কলে গেলে বন্ধ থাকে এবং খাবার জন্য এক দেড় ঘন্টা বন্ধ থাকে।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে ৯টায় যদি খুলেন কয়টায় বন্ধ করেন?

উত্তরদাতা: যোহরের নামাজের আগে।

প্রশ্নর্কতা: পরে কয়টায় আবার খুলেন?

উত্তরদাতা: নামাযের কিছু সময় পর।

প্রশ্নর্কতা: খুলে আবার রাত কয়টা পর্যন্ত চলে?

উত্তরদাতা: রাত আটটা নয়টা এ রকম।

প্রশ্নর্কতা: আপনার দোকানে কি কি ধরনের ঔষধ আছে? যদি একটু বলেন।

উত্তরদাতা: আমার ভেটেনারীর মোটামুটি কিছু কিছু ঔষধ আছে আরকি।

প্রশ্নর্কতা: যেমন?

উত্তরদাতা: ফাস্ট এইড আছে। প্যারাসিটামল জাতীয়।

প্রশ্নর্কতা: আর?

উত্তরদাতা: অন্য কোম্পানীর প্রেরালজিন আছে। ঐ একই গ্রুপ। প্রেনাজল কৃমি নাশক আছে।

প্রশ্নর্কতা: তাকের উপরে যে কিছু বক্স দেখতে পারতেছি?

উত্তরদাতা: ওটা ডিভি। এইডা হলো এসিআই কোম্পানী। ওইডা হলো স্কেডন কোম্পানী।

প্রশ্নর্কতা: কিসের ঔষধ এইগুলা?

উত্তরদাতা: ঐডা ভিটামিন জাতীয়।

প্রশ্নর্কতা: ঐ যে নিচে কতগুলি পানি পানি জাতীয়?

উত্তরদাতা: ঐটা হলো ক্যালসিয়াম আছে। জিংক সিরাপ আছে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। অনেকটা মানুষের মত। হা হা হা।

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। মানুষের মত।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে এন্টিবায়োটিক আছে বললেন। ফাস্ট এইড। আর সাধারন ঔষধ আছে?

উত্তরদাতা: এই যে ফাস্ট ভেট, প্যারালজিন, এই যে প্যারাসিটামল।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক কতগুলি আছে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক ব্যবহার তেমন একট আমরা করি না। কম করি।

প্রশ্নর্কতা: তারপরে মাঝে মাঝে কিছু করতে হয়। মানে কতগুলি এন্টিবায়োটিক আছে? কয় ধরনের?

উত্তরদাতা: এইতো আট দশ ধরনের।

(১০ মিনিট ৩০ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: যদি একটু খুলে বলেন এন্টিবায়োটিক সম্পর্কে আপনি কি জানেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকটা আমরা সাধারনত যে কোন ধরনের ইনফেকশন, বড় ধরনের ইনফেকশন হইলে এন্টিবায়োটিক দিলে ঐটা ভাল হয়ে যাইতেছে।

প্রশ্নর্কতা: আর কি কাজে দেয়া হয় এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা: অনেক সময় ঠান্ডাজনিত কারনে দেয়া হয় এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা: আর কোন কারন?

উত্তরদাতা: আর কোন বড় ধরনের সমস্যা হইলে আমরা উপরে যারা আছেন তাদের কাছে পাঠাই।

প্রশ্নর্কতা: আজকে সকালে যে একটা গরু বাড়িতে দেখতে গেছিলেন, ওটার কি সমস্যা ছিল?

উত্তরদাতা: ওটার এলার্জিজনিত দেখলাম।

প্রশ্নর্কতা: ওটাকে কি এন্টিবায়োটিক দিছিলেন?

উত্তরদাতা: না ঐটাকে এন্টিবায়োটিক দেয়া হয় নাই। ঐটা এন্টিহিস্টামিন এস্টাভেট জাতিয় এলার্জির গ্রুপের যে ইনজেকশনটা সেটা দেয়া হইছে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। তাহলে আপনি যদি একটু আপনার অভিজ্ঞার আলোকে খুলে বলেন, এন্টিবায়োটিক জিনিষটা আসলে কি?

উত্তরদাতা: এই যে বললাম ঠান্ডা, ইনফেকশন বা এই ধরনের কোন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা যদি কোন অসুস্থতা যদি হয়। ওগুলাকে নিরাময় করার জন্য এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্নর্কতা: তো ধরনের এন্টিবায়োটিক আপনি একটি গবাদি পশুকে দিলেন; এটি শরীরের মধ্যে গিয়ে কিভাবে কাজ করে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক টেবলেট যেটা দেয় ওটাতো স্টোমাকে চলে যায়। পরে ওখান থেকে হজম ক্রিয়া হয়ে ভিতরে যায়।

প্রশ্নর্কতা: হজম হওয়ার পর এটা কি হচ্ছে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক এর যে অসুখটা ওটার বিরুদ্ধে কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধটা কি কাজ করতেছে?

উত্তরদাতা: জীবানুকে ধংস করতেছে।

প্রশ্নর্কতা: জীবানুকে ধংস করলে পশুটার কি লাভ হচ্ছে?

উত্তরদাতা: পশুটা ভাল হয়ে যাচেছ।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে এন্টিবায়োটিক শরীরে ডুকে জীবানু মেরে সে সুস্থ করতেছে গবাদি পশুকে?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নর্কতা: আর কি কোন কাজ করতেছে?

উত্তরদাতা: আর কি কাজ করতেছে?

(১৫ মিনিট ১০ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: আপনি যখন এন্টিবায়োটিক দেন, তখন কি কোন ব্যবস্থাপত্র দেন?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশন তো ভেটেনারী সার্জনরাই দেয়। প্রেসক্রিপশর আমরা করি না।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে ঔষধ যেটা দেন----?

উত্তরদাতা: বলে দিয়ে আসি।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে ওরা এটা মনে রাখে কিভাবে? কিভাবে খাওয়ায়?

উত্তরদাতা: ওরা যেভাবে নিয়ম বলি ওরা ঠিক ওভাবেই খাওয়ায়।

প্রশ্নর্কতা: মানে ওটা মনে রাখে কিভাবে?

উত্তরদাতা: মনে যারা না রাখতে পারে লিখে দিয়ে আসি।

প্রশ্নর্কতা: কিসের মধ্যে লিখে দিয়ে আসেন? লেখাটা কিসে লিখেন?

উত্তরদাতা: আমাদের তো আর প্যাড নাই। হা হা। কাগজেই লিখতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: অনেকে তো দেখলাম কেচি দিয়ে কেটে দেয়?

উত্তরদাতা: হু এটাই বেশি হয়। মানে কয় বেলা খাওয়াতে হবে।

প্রশ্নর্কতা: আপনি ও কি কেচি দিয়ে কেটে চিহ্ন দিয়ে দেন?

উত্তরদাতা: হে চিহ্ন ও দিয়ে দেই। আবার অনেকে এমনে ও মনে রাখতে পারে। লেখার প্রয়োজন খুব একটা পড়ে না।

প্রশ্নর্কতা: কিছুক্ষন আগে আমি একটা ফার্মেসীতে বসছিলাম। তখন দেখলাম যে উনি কচি দিয়ে কেটে দিচ্ছেন প্লাস আবার কলম দিয়ে লিখে ও দিচ্ছেন। আপনি কি এ রকম দেন?

উত্তরদাতা: এ রকম কেটে দিলেই চলে।

প্রশ্নর্কতা: বেশিরভাগ সময় আপনি কোনটা করেন? কেটে দেন নাকি কলম দিয়ে একটু চিহ্ন ও দেন?

উত্তরদাতা: কেটেই দেয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা: ধরেন আমি আপনার কাছ থেকে আমার দুইটা গরুর জন্য ঔষধ নিলাম আজকে। আমি অল্প করে কিনে নিয়ে গেছিলাম। আমার ঔষধ ফুরায়ে গেল; আমি আবার ঔষধ আবার কিনতে আসলাম এবং তখন আমার ঔষধের নামটা মনে নাই। তখন সমস্যা হয় না?

উত্তরদাতা: ওটা অনেকে কাভারটা নিয়ে আসে। হা হা। আমাকে এই ঔষটা দিছিলেন এটা।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে আপনারা প্রেসক্রিপশন দিচেছন না। আপনারা মুখে বলে দেন বা কেটে চিহ্ন দিয়ে দেন।

উত্তরদাতা: জ্বি।

প্রশ্নর্কতা: এবং পরবর্তীতে কিনার সময় সে আবার খালি ব্যবহারের পাতাটা নিয়ে আসতেছে।

উত্তরদাতা: জ্বি।

প্রশ্নর্কতা: আপনি কি মনে করেন দিন দিন এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারটা কি বেড়ে যাচ্ছে নাকি কমে যাচ্ছে?

উত্তরদাতা: আগের চেয়ে একটু বেড়েই যাচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা: কেন বেড়ে যাচ্ছে? আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতা: আগের চেয়ে বর্তমানে কিছু কিছু নতুন ধরনের অসুখ হয়। এগুলা আমাদের বুঝার ও কোন ইয়ে নাই। এ জন্য আমাদের উপরের লেভেলে যারা আছে তাদের স্বরনাপন্য হতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: নতুন অসুখ বলতে আগে গবাদি পশুর এ অসুখগুলো আপনারা দেখেন নাই?

উত্তরদাতা: দেখি নাই। আমাদের সার্ভিসই কয় দিন।

প্রশ্নর্কতা: আজকে তো তিন বছর ধরে এই লাইনে আছেন। তো আপনি এই ধরনের কি নতুন রোগ দেখছেন? কয়েকটা বলতে পারবেন?

উত্তরদাতা: যেমন কয়দিন আগেই দেখলাম একটা বাছুর গরু আরকি। অটোমেটিক টাটকা রক্ত পড়তেছে।

প্রশ্নর্কতা: কোন জায়গা থেকে?

উত্তরদাতা: পায়খানার রাস্তা দিয়ে।

প্রশ্নর্কতা: সব সময় রক্ত ঝরতেছে?

উত্তরদাতা: ঝরতেছে।

প্রশ্নর্কতা: পরে ওটা আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারছেন কি সমস্যা?

উত্তরদাতা: আইডেন্টিফাই বলতে রক্ত বন্ধের জন্য একটা ইনজেকশন দিছিলাম ট্রাসিড। ঐ ট্রাসিড ইনজেকশন দেয়ার পরে কাজ করছে আরকি।

প্রশ্নর্কতা: পরে ভাল হইছে?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নর্কতা: ঐটা কি এন্টিবায়োটিক ছিল নাকি নরমাল ঔষধ ছিল?

উত্তরদাতা: ট্রাসিডটা কোন গ্রুপ জানি? এই যে এই গ্রুপের। এই গ্রুপ। (উত্তরদাতা প্রশ্নর্কতাকে ঔষধ দেখাচ্ছিলেন)

প্রশ্নর্কতা: টি আর এ সি আই ডি ভেট। আচ্ছা। টি আর এ এন ই এক্স এ এন আই সি এসিড বিপি? এই গ্রুপের না? এটা কি এন্টিবায়োটিক নাকি নরমাল ঔষধ? পাওয়ার কত?

উত্তরদাতা: ৩০ এম এল।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে দিন দিন কি এ ধরনের রোগ বেড়ে যাচ্ছে?

উত্তরদাতা: এখন তো আগের চেয়ে বেশি রোগ দেখা যায়।

(২০ মিনিট ২০ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: তো এখন যেটা জানতে চাচ্ছি, প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক লেখা বা বিক্রির ক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যা/চ্যালেঞ্জ/উদ্বেগ কাজ করে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরদাতা: না। এ ধরনের মনে করেন কোন বড় ধরনের আমরা ইয়া যাই না। বড় ধরনের ইয়ে তে যাইলে ধরেন উপরে সার্জন আছে ওরা যেভাবে ডোসটা বলে দেয় ঐভাবে আমরা দেই।

প্রশ্নর্কতা: গত ৩-৪ বছর ধরে তো আপনি এই লাইনে আছেন। এর মধ্যে কোন সময় এন্টিবায়োটিক দিয়ে গিয়ে কোন সমস্যা হইছে?

উত্তরদাতা: সমস্যা বলতে ধরেন গরুর তাপমাত্রা কমে গেল, তখন যদি এন্টিবায়োটিক দেয়া হয়; তাহলে আর ও সমস্যা হবে। তাপমাত্রা কমে গেলে তখন এন্টিবায়োটিক দিলে সমস্যা আর ও বাড়ে।

প্রশ্নর্কতা: কেন বাড়ে?

উত্তরদাতা: তাপ ফল্ট করে গেছে। তাপ কম। এন্টিবায়োটিক দিলে তো তাপমাত্রাটা আর ও কমায়ে দিবে।

প্রশ্নর্কতা: সে ক্ষেত্রে আপনারা কি করেন?

উত্তরদাতা: সে ক্ষেত্রে তাপ উঠানোর জন্য ক্যালসিয়াম আছে। ক্যালসিয়াাম স্যালাইন এইডা ব্রেন এ রগে পুশিই করতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: তাপ বাড়লে গরুর যদি বদ হজম থাকে। হজমের জন্য এনজাইম ঔষধ যেমন জাইমোভেট এ ধরনের ঔষধ দিতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: আর এন্টিবায়োটিকটা কখন দিচ্ছেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক বলতে তখন যদি ঐ ধরনের কোন ইনফেকশন থাকে তখন এন্টিবায়োটিক দিব। আর যদি না থাকে তখন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করবো না। আমরা সাধারনত এন্টিবায়োটিক যাতে কম ব্যবহার করা হয় ঐটা বলি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। চাচ্ছেন যে এন্টিবায়োটিক যেন কম ব্যবহার করা হয়। কেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক এর সাইড এফেক্ট হয়ত আছে। আমরা তো এত উপরের লেভেল এর না। জানি না। এ জন্য কম ব্যবহার করতে চাই।

প্রশ্নর্কতা: কয়েকটা সাইড এফেক্ট কি বলতে পারবেন? মানে কি ধরনের সাইড এফেক্ট হয় এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের কারনে?

উত্তরদাতা: আমি বললাম যে তাপমাত্রা যদি কমে যায়। পরে যদি আমি ফট করে এন্টিবায়োটিক দিয়ে থাকি গরু মারা যেতে পারে।

প্রশ্নর্কতা: শেষ পরিনিতি তো মৃত্যু। এর আগে কি ধরনের কমপ্লিকেশন হতে পারে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক যদি ঠিকমত ডোস দেয়া না হয় তাহলে এন্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা ও হবে না। আবার এন্টিবায়োটিক আপনার তাপমাত্রা কমে গেলে তো সমস্যাই আছে। আবার দেখা গেল যে তাপমাত্রা কিছু আছে এন্টিবায়োটিক দিয়া বইলাম; তখন দেখা গেল যে তাপমাত্রা কমে গেল। তাপমাত্রাটা এমনেই কম থাকলে সমস্যা হবে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। এখন যদি একটু বলেন এন্টিবায়োটিক যে দেন, এটা কত মাত্রার/কত ডোজ, কত দিন খেতে হবে, এটার কোন সাইড এফেক্ট আছে কিনা? বা রেজিষ্টেন্স সম্পর্কে মানে এ বিষয়গুলা সম্পর্কে কি কোন কিছু বলে থাকেন? গবাদি পশুর মালিককে কি কোন নির্দেশনা দিয়ে থাকেন?

উত্তরদাতা: হে। এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিলে ওটার যে ডোস, তিন দিন বা সাত দিন এ রকম অনেকটায় থাকে। থাকলে এইডা কিন্তু বলে দেয়া হয় যে এভাবে দিতে হবে।

প্রশ্নর্কতা: এটা কিভাবে বলেন? মৌখিকভাবে বলেন নাকি লিখিত দেন?

উত্তরদাতা: মৌখিকভাবে বললেই হয় এবং আমরা নিজেরাতো দেই। ঠিক সময়মতো গিয়া দিয়ে আসতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: কোন ফর্মে দেন? ইনজেকশন ফর্মে নাকি টেবলেট ফর্মে দেন এন্টিবায়োটিকটা ?

উত্তরদাতা: সাধারনত টেবলেট ফর্মে বেশি দেয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা: আপনি ধরেন সাত দিনের জন্য তাকে এন্টিবায়োটিক দিলেন। প্রতি বেলায় বেলায় গিয়ে তাকে ইনজেকশন দিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: ইনজেকশনের ক্ষেত্রে বেলায় বেলায় যেতে হবে। কিন্তু টেবলেট তো নিজেই খাওয়াতে পারবে।

প্রশ্নর্কতা: নিদের্শনা কাকে বুঝায়ে দেন?

উত্তরদাতা: মানে ঐ গরুটা যিনি পালন করেন। বাড়ির সবাইতো গরুটা পালন করেন না। যিনি পালন করেন তাকেই বুঝায়ে দেয়া হয়।

(২৫ মিনিট ৩২ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক তো অনেক ধরনের আছে যেমন-ফাস্ট জেনারেশন, সেকেন্ড জেনারেশন, থার্ড জেনারেশন। তো আপনার কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক আপনার বেশি পছন্দ? কোনটা বেশি দিয়ে থাকেন?

উত্তরদাতা: সাধারনত প্রথমে প্রোপেন পেনিসিলিন আছে। প্রোনাপেন, কমবিপেন দেই। তারপরে যেমন এমস্কাসিলিন ক্লসাসিলিন যৌথভাবে একটা ইনজেকশন তৈরী করছে।

প্রশ্নর্কতা: প্রথমে বলছিলেন প্রোপেন?

উত্তরদাতা: যেমন-এমকক্স। এমস্কাসিলিন এবং ক্লসাসিলিন এই দুইটা এন্টিবায়োটিককে কিন্তু একত্রে করে দিছে। আমরা ব্যবহার করিই একটা দুইটা এন্টিবায়োটিক। এর উপরে আমরা ব্যবহার করি না।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে প্রথম যেটা ব্যবহার করেন সেটা কোনটা?

উত্তরদাতা: প্রোনাপেন।

প্রশ্নর্কতা: প্রোনাপেন। পি আর ও এন এ পি এন।

উত্তরদাতা: এই যে প্রোকেন পেনিসিলিন যেটা।

প্রশ্নর্কতা: এটা ৪০ লাখ পাওয়ার? ওরে বাবা! এটা কোন কোম্পানীর?

উত্তরদাতা: রেনেটা কোম্পানীর।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি রোগের জন্য দেয়া হয়?

উত্তরদাতা: এটা ঠান্ডা বা এই ধরনের কোন ইনফেকশন।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে প্রোনাপেনটা প্রথম দিচ্ছেন? এরপর যদি কোন কঠিন রোগ হয়, তখন কোনটা দিচ্ছেন?

উত্তরদাতা: এমকক্সটা দিচ্ছি।

প্রশ্নর্কতা: এই ঔষধের মধ্যে কোনটা কোন জেনারেশন একটু বলতে পারবেন? যেমন-প্রোনাপেনটা কোন জেনারেশন?

উত্তরদাতা: ফাস্ট জেনারেশন।

প্রশ্নর্কতা: যেমন-এমকক্স। এটা কোন জেনারেশন?

উত্তরদাতা: আমরা তো দুইটায় ব্যবহার করি। তাইলে সেকেন্ড জেনারেশন। তারপরে আর ও উপরে আছে। ও গুলা আমরা ব্যবহার করি না।

প্রশ্নর্কতা: আপনার দোকানের আছে ঔষধ গুলা?

উত্তরদাতা: না ওগুলা রাখি না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। কোন গবাদি পশুকে এন্টিবায়োটিক দিতে হবে কি হবে না; এই সিদ্ধান্তটা আপনি কিভাবে নেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকটা আমরা সাধারনত গরুর বিভিন্ন কারনে ইনফেকশন হইয়া যায় গা। যেমন ক্ষুরা রোগ আছে। এ ধরনের রোগ হইলে এন্টিবায়োটিক দেয়া হয়। আর যদি এ ধরনের কোন রোগ যদি না থাকে, সাধারনত জ্বর বা ইয়ে থাকে; তাহলে সাধারনত ফাস্ট ভেট ও গুলা দিলে হয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা: আর কয়েকটা রোগ বলতে পারবেন ? গরুর তো অনেক ধরনের রোগের কথা আমরা শুনি। যেমন-কিছুদিন আগে শুনলাম যে এনথ্রাক্স।

উত্তরদাতা: এনথ্রাক্স এ ও এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্নর্কতা: আর কয়েকটা রোগের নাম কি বলতে পারবেন ভাইয়া ?

উত্তরদাতা: হা হা হা। আমরা সাধারন প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা কত বলবো।

প্রশ্নর্কতা: আর কোন রোগ?

উত্তরদাতা: ফুড পয়জনটা বেশি। ফুড পয়জন হয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা: তখন এন্টিবায়োটিক দিতে হয়?

উত্তরদাতা: ফুড পয়জনের সময় রুমেনটন টেবলেট আছে।

(৩০ মিনিট ২৭ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: রুমেনটন। আর ইউ এম ই এন টি এন।

উত্তরদাতা: এটা কি লেখা? (প্রশ্নর্কতাকে উত্তরদাতা জিজ্ঞাসা করেছেন)

প্রশ্নর্কতা: এন্টিমনি পটাসিয়াম। ফেরাস সালফেট এটা রোমেনটন? ব্লট স্টপ।

উত্তরদাতা: পেট ফুলে গেছে আরকি। তখন এইটা খাওয়ায়ে দিতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: বি এল ও এ টি এস টি ও পি। ব্লট স্টপ। এগুলা দেন? এ গুলা কি এন্টিবায়োটিক? আমাকে লাষ্টে যে দেখালেন?

উত্তরদাতা: না, এইটা সাধারন ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। এন্টিবায়োটিক দিতে হবে কিনা, তাইলে এই যে সিদ্ধান্তটা আপনারা গরুর কি দেখে নেন?

উত্তরদাতা: প্রাথমিক পর্যায়ে নিজে নিজে নেই। প্রাথমিকভাবে এন্টিবায়োটিক দেই। যদি কার্যকরি হয় হইলো; তা না হলে উপরে যে সার্জন আছে এদেরকে বলি। এরা যে নিয়ম দেয় ঐ নিয়মে এন্টিবায়োটিক দেই।

প্রশ্নর্কতা: গরুর যে পেট ফাপা হয়ে গেল বা একটা ইনফেকশন হইলো। প্রথমে আপনি কি সাধারন ঔষধ দেন নাকি এন্টিবায়োটিক দেন?

উত্তরদাতা: না না এন্টিবায়োটিক তো পরের কথা।

প্রশ্নর্কতা: মানে কিভাবে দেন? প্রথমে গেলেন আজকে দেখলেন যে গরুর ইনফেকশন হইছে ও পেট ফাপা হয়ে গেছে। তাহলে কি দিবেন প্রথমে?

উত্তরদাতা: অনেক সময় দেখা গেছে গরুর প্রথমে যে ঔষধ গুলা দিছি এগুলাই কাজ হয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে এন্টিবায়োটিক ফাস্ট টাইম, সেকেন্ড টাইম, থার্ড টাইম কোন টাইমে দিচ্ছেন? গরুটাকে যখন আপনি এক্সামিন করছেন তখন প্রথমবারই দিচ্ছেন, দ্বিতীয়বারে দিচেছন নাকি তৃতীয়বারে দিচ্ছেন। কোন বারে দিচ্ছেন?

উত্তরদাতা: প্রথমেই যদি ধরা পড়ে যে ক্ষুরা রোগ বা ইনফেকশন হইছে তাইলে প্রথমেই তো এন্টিবায়োটিক দিয়া চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

প্রশ্নর্কতা: এমনে সাধারন ঔষধ দিচ্ছেন কখন তাইলে?

উত্তরদাতা: এমনে সাধারন ঔষধ ধরেন ঐটার সাথে জ্বর টর থাকলে টেবলেট, ফাস্টভেট এ ধরনের টেবলেট দিয়া থাকি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। এন্টিবায়োটিক এর যে দাম বা বাজার মূল্য এটা সাধারন মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে, নাকি তাদের ক্রয় ক্ষমতার বেশি?

উত্তরদাতা: দামটাতো একটু বেশিই।

প্রশ্নর্কতা: এটা বেশি হওয়ার কারনটা কি?

উত্তরদাতা: এটাতো আমরা বলতে পারবো না। কোম্পানীরা নির্ধারন করে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। একজন ভোক্তা গরু বা ছাগলের মালিক যেই পরিমান টাকা ব্যয় করেন, সেই পরিমান সেবা/সুবিধা কি সে পেয়ে থাকেন?

উত্তরদাতা: যেমন-এ বছর যেমন গরুর দাম গেছে অনেকে তো তা পায় নাই।

প্রশ্নর্কতা: এটাতো কোরবানীর ক্ষেত্রে। আর আমি বলছি উপকারের ক্ষেত্রে। একটা ক্ষুরা রোগ হইলো আপনি কথার কথা তাকে ৮০০ টাকার এন্টিবায়োটিক দিলেন। একটা ইনজেকশন দিলেন বা আর ও কিছু টেবলেট ফর্মে দিলেন বা তড়কা রোগ হইলো; ঐ লোকটা যেই ৮০০ টাকা খরচ করলো। করে তো তার মেনটাল প্লেজার বা মানুষিক তৃপ্তি বলে একটা কথা আছে। যে আমি টাকা খরচ করছি-----?

উত্তরদাতা: টাকা খরচ করে তো তার গরু ভাল হয়ে গেলে তো তার টাকা গেলে ও ----।

প্রশ্নর্কতা: মানে এ পরিমান বেনিফিট সে কি পাচ্ছে, নাকি পাচ্ছে না? মানে আপনার কি মনে হয়?

উত্তরদাতা: অবশ্যই পাচ্ছে।

(৩৫ মিনিট ১৩ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: মানে ঔষধ কোম্পানীগুলা যে পরিমান টাকা নির্ধারন করছে বা যে পরিমান টাকায় তারা দিচ্ছে সেটা বলতেছেন দামটা একটু বেশি এবং যে পরিমান টাকা তারা খরচ করতেছে সে পরিমান সুবিধা সে পাচ্ছে। আপনি মনে করতছেন?

উত্তরদাতা: সুবিধা কার্যকারিতা ভাল হইলে, টাকা গেলে ও মালিক খুশি। অনেক সময় দেখা গেল ঔষধ খাইলো কিন্তু কাজ হইলো না।

প্রশ্নর্কতা: তো আপনার অভিজ্ঞায় কি বলেন? ভাল হয় বেশিরভাগ নাকি হচ্ছে যে------?

উত্তরদাতা: বেশিরভাগ ভাল হয়। অনেক সময় হয়ত কিছু ভাল হয় না।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে উপকার পায় না এরকম সংখ্যা কম নাকি বেশি?

উত্তরদাতা: উপকার পায় এ রকম সংখ্যায় বেশি। উপকার পায় না এ রকম সংখ্যা কম।

প্রশ্নর্কতা: লোকজন সাধারনত কিভাবে এন্টিবায়োটিক গ্রহন করে করে থাকেন? তারা কি এন্টিবায়োটিক ট্যাবলেট/ঔষধের পুরা কোর্স সম্পন্ন করে? নাকি তারা কি পুরা ডোজ কিনে থাকে?

উত্তরদাতা: অনেক সময় দেখা গেছে এন্টিবায়োটিক একটা দুইটা খাইলে ভাল হয়ে গেছে। অনেকেই বাদ দিয়ে রাখে। খায় না। দেখা গেছে যে পরবর্তীতে ঐ ধরনের অসুখ আবার হয়।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে বেশিরভাগ আপনি যে দিচ্ছেন, ভোক্তা/গরুর/ছাগলের মালিক তারা যে ঔষধ গুলা নিচ্ছে; তারা কি পরিমানে সঠিকভাবে নিচ্ছে ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। বর্তমানে ডোর্স সবাই কমপ্লিট করে। কারন বর্তমানে মানুষ আগের চেয়ে অনেক সচেতন।

প্রশ্নর্কতা: কিন্তু তাদের সামর্থ্যর মধ্যে থাকে? ধরেন সাত দিনের ঔষধ দিলেন সাত দিনেই কি কমপ্লিট করতেছে নাকি অল্প করে কিনতেছে প্রথমে?

উত্তরদাতা: অনেকেই অল্প করে নেয় প্রথমে। পরে ও গুলা ফুরায়ে গেলে আবার নেয়।

প্রশ্নর্কতা: বেশিরভাগ লোক কি অল্প নেয় নাকি বেশি নেয়?

উত্তরদাতা: বেশিরভাগ কম কম নিয়া যায়। পরবর্তীতে এসে নিয়ে যায়। একত্রে টাকা থাকে না হয়ত।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। সে ক্ষেত্রে যারা কোর্স কমপ্লিট করতেছে ওদেরকে বলতেছেন ভাল। আর যারা কোর্স কমপ্লিট করতেছে না, ওদের পরবর্তীতে কোন সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক কোর্স কমপ্লিট না করলে সমস্যা হতে ও পারে আবার অনেক সময় না ও হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা: কি ধরনের সমস্যা হতে পারে? কয়েকটা সমস্যা যদি বলেন?

উত্তরদাতা: আবার পুনরায় অসুখটা দেখা দিবে এইতো।

প্রশ্নর্কতা: দেখা দিলে আপনি যখন তাকে ঔষধ দিচ্ছেন--- ?

উত্তরদাতা: তখন দেখা গেছে এটা উপরের এন্টিবায়োটিক ঔষধ দিতে হইতেছে। তখন আমরা উপরে দিতে গেলে সার্জনের সরনাপন্য হই।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে এন্টিবায়োটিক কোর্স যদি কেউ কমপ্লিট না করে, তাহলে রোগটা যে তার বার বার হচ্ছে; তাইলে ঐ সেইম ঔষধ দিলে বা আর ও পাওয়ারফুল ঔষধ দিলে রোগটা কি ভাল হয় নাকি হয় না?

উত্তরদাতা: সেইম ঔষধ দিলে অনেক সময় ভাল হয় না। পাওয়ারফুল ঔষধ দিলে ভাল হয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। আপনি কি ব্যবস্থাপত্রে/প্রেসক্রিপশনে অন্য ঔষধের চেয়ে এন্টিবায়োটিককে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন? দিলে, কিভাবে দেন?

উত্তরদাতা: না জেনারেল লাইনে যে ঔষধ আছে ঐটাই বেশি দেই।

প্রশ্নর্কতা: কেন এটা বেশি দেন?

উত্তরদাতা: ঐটার দাম ও কম আছে। ঐটায় যদি সেরে যায়, তাইলে আর দামি ঔষধটার প্রয়োজন পড়ে না।

প্রশ্নর্কতা: কিন্তু দামিটা যদি আপনি বিক্রয় করতে পারেন তাহলে আপনি লাভবান হবেন না?

উত্তরদাতা: লাভবান মানে। হা হা হা।

প্রশ্নর্কতা: মানে আমি সরাসরি বলতেছি। আপনি এটা অন্যভাবে নিবেন না।

উত্তরদাতা: না। না।

প্রশ্নর্কতা: যেমন প্রত্যেকেই একটা পলিসি থাকে। ধরেন আপনি তো বললেন ক্ষুরা রোগে তো এন্টিবায়োটিক লাগবে এবং যিনি গরু বা ছাগল লালন-পালন উনি কিন্তু রোগের ধরন দেখে বুঝে এই রোগের জন্য এত টাকা খরচ হতে পারে বা পাওয়ারফুল ঔষধ লাগবে। কিন্তু কিছু রোগ আছে যে এন্টিবায়োটিক দিলে হয়ত দ্রুত সারবে; সাধারন ঔষধে একটু সময় লাগবে। সে ক্ষেত্রে আপনি কোনটা প্রাধান্য দেন সাধারন ঔষধ নাকি এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা: এখন রোগের ধরন বুঝে। যেখানে এন্টিবায়োটিক লাগবোই ঐখানে তো এন্টিবায়োটিক দিতেই হবে। আর যেখানে এন্টিবায়োটিক লাগবে না। সেখানে তো এন্টিবায়োটিক দেয়ার প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্নর্কতা: অনেক সময় যিনি গবাদি পশুর মালিক উনি কি চায় ভাই আমাকে এন্টিবায়োটিক দিয়ে দেন?

উত্তরদাতা: না। উনারা বলে যেটা দিলে ভাল হবে ওটা দেন।

প্রশ্নর্কতা: সাধারন ঔষধ এবং এন্টিবায়োটিক এই দুইটার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে? আপনার কি মনে হয়?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক আপনার ডোর্স কমপ্লিট না করলে কাজ করে না। কিন্তু সাধারন ঔষধ ডোর্স কমপ্লিট না করলে ও কাজ করে।

(৪০ মিনিট ২৫ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: আর কোন পার্থক্য আছে? কোনটা পাওয়ারী ঔষধ?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকতো পাওয়ারফুল।

প্রশ্নর্কতা: আর কোন পার্থক্য আছে?

উত্তরদাতা: এই দুইটায়। আছে অনেক।

প্রশ্নর্কতা: লোকে কি প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক চেয়ে থাকে?

উত্তরদাতা: অনেকে নাম ধরে বলে যে এই ঔষধটা দেন।

প্রশ্নর্কতা: তারা কিভাবে বলে?

উত্তরদাতা: তারা এর আগে ডাক্তারের দ্বারা প্রেসক্রিপশন করাইয়া ঔষধ নিছে। খাওয়ায়ে ভাল হইছে। এখন নাম ধরে বলে এই ঔষধটা দেন। অনেকেই নাম ধরে চায়। প্রায় লোকেই তো নাম ধরে ঔষধ চায়।

প্রশ্নর্কতা: তখন কি করেন? তাদেরকে এন্টিবায়োটিক দেন?

উত্তরদাতা: তখন নরমাল এন্টিবায়োটিক থাকে তখন দেই। আর যদি পাওয়ারী থাকে বলি যে প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসেন।

প্রশ্নর্কতা: তো অনেক সময় প্রসক্রিপশন আনলো না। হয়ত সে আগে ঔষধটা খাওয়াইছে বা তার মনে আছে বা পাতা নিয়ে এসে বললো যে ভাই আমাকে ঔষধ দেন। তখন কি আপনি দেন?

উত্তরদাতা: না বড় ধরনের প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসে।

প্রশ্নর্কতা: প্রেসক্রিপশন ছাড়া আসে কিনা?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশন ছাড়া আসে প্রথম পর্যায়ে অসুখ হলে আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে যে, এই সমস্যা ঔষধ দেন।

প্রশ্নর্কতা: তখন ঔষধ যাকে দিচ্ছেন তাকে দেয়ার সময় কি বলে দেন ঔষধ খাওয়ার নিয়ম-কানুন?

উত্তরদাতা: নিয়ম কানুন মানে কেচি দিয়ে কাইটা দিয়া দেই।

প্রশ্নর্কতা: কেউ যদি তাড়াহুড়া করে ঔষধ নেয় তখন কি বুঝায়ে দেন?

উত্তরদাতা: না ঔষধের জন্য আসলে এইখানে বইসা তারপরে ঔষধ নিতে হইবো।

প্রশ্নর্কতা: আপনি নিজ থেকে বুঝায়ে দেন আগ্রহ করে; নাকি সে বুঝে নেয়?

উত্তরদাতা: নিজ থেকে হলে ও একটা ঔষধ দিলে বুঝায়ে দিতে হবে না।

প্রশ্নর্কতা: চারটা কাস্টমার। একটাকে দিতেছেন। আর তিনটা অস্থির হয়ে যাচ্ছে; ভাই আমারটা দেন আমারটা দেন?

উত্তরদাতা: না না যেটা দিতেছি ওটাই দিব।

প্রশ্নর্কতা: সব সময় কি বুঝায়ে দেন?

উত্তরদাতা: অভ্যাস হয়ে গেছে। প্রথমে যেটা ধরছি ওটা শেষ হলে; পরে আর একটা।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আপনি যে এন্টিবায়োটিক দেন, এটাতো প্রেসক্রিপশন দেন না। তাহলে কিভাবে বলে দেন?

উত্তরদাতা: যেটা টেবলেট খাওয়ার ওডাতো বললামই এইভাবে কেচি দিয়ে কাইটা কাইটা দেই বা এই কয় দিন খাওয়াইতে হবে। ঐভাবে ঐ কয় দিন খাওয়ায়।

প্রশ্নর্কতা: আর ইনজেকশন যেটা?

উত্তরদাতা: ইনজেকশন যেটা সেটা নিজে গিয়ে সময়মত দিতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: কাস্টমার যারা তারা কি ওটা কিনে নিয়ে যায় নাকি আপনাকে ফোন করলে আপনি গিয়ে দিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: হে আমাকে ফোন করলে আমি গিয়ে দিয়ে আসি।

প্রশ্নর্কতা: আর যখন সে কিনে নিচ্ছে তখন তাকে ইনজেকশনটা দিয়ে দেন না?

উত্তরদাতা: যারা বড় খামারী আছে, অনেকে তারা ইনজেকশন দিতে পারে। বড় খামারী প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসে। প্রেসক্রিপশন দেখায়ে আমার কাছ থেকে ঔষধ নিয়ে যায়। তখন উনারা স্যারের সাথে যোগাযোগ করে ইনজেকশন দেয়।

প্রশ্নর্কতা: আর আপনাকে অনকলে ফোন করে যখন ডাকে বা আপনি বাড়ি বাড়ি গুলোতে যান, তখন আপনি ঔষধ কি সেখানে আপনি সাথে করে নিয়ে যান? কোন ধরনের ঔষধ লাগতে পারে এটাতো আপনি জানেন না।

উত্তরদাতা: টেলিফোনে কোন ধরনের রোগ এইডা শুইনা সাথে কিছু নিয়ে যেতে হয়। তারপরে ও ধরেন অমুকটা লাগবে। এখানে আসতে বলি। আইসা নিয়া যায়।

প্রশ্নর্কতা: কোন কোন ঔষধগুলো থেকে আপনার বেশি লাভ এসে থাকে? আপনার এখানে তো অনেক ধরনের ঔষধ আছে বললেন। ভিটামিন আছে, ক্যালসিয়াম আছে, এন্টিবায়োটিক আছে, সাধারন ঔষধ আছে। কোন ধরনের ঔষধ থেকে আপনি একটু বেশি লাভবান হন?

উত্তরদাতা: লাভবান মোটামুটি প্রত্যেক ঔষধই কিছু না কিছু লাভ থাকে। এমনি তো আর বসি নাই।

প্রশ্নর্কতা: তুলনামূলকভাবে কোন ঔষধে একটু বেশি লাভ হয়?

উত্তরদাতা: এই যে ডিভি ভিটামিন আছে ও গুলার মধ্যে কিছু হয়।

প্রশ্নর্কতা: আর এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে কি লাভ হয় ভাই?

উত্তরদাতা: লাভ কম বেশি সবটাতেই কিছু আছে।

প্রশ্নর্কতা: আমি বলতেছি বেশি লাভ হয় কোন ঔষধে?

উত্তরদাতা: তুলনামূলকভাবে বাড়ি গিয়ে যদি দেখি ওখানে কিছু ধরায়ে দেয় (টাকা) এইটায়।

প্রশ্নর্কতা: সম্মানি দেয় কিছু?

উত্তরদাতা: হা পয়সা কিছু দিল। ঐটায় তো লাভ।

(৪৫ মিনিট ৪৭ মিনিট)

প্রশ্নর্কতা: ঐটা তো ট্রিটমেন্ট দেওয়ার জন্য। আমিতো বলতাছি ঔষধের লাভ।

উত্তরদাতা: ঔষধের লাভ প্রত্যেকের হয়। সামান্য কিছু কম বেশ।

প্রশ্নর্কতা: মানে আপনারা বাড়িতে গেলে হাউসহোল্ড এর একজন বলতেছিল আমরা মোটরসাইকেলের তেল খরচ বাবদ কিছু দেই। এভাবে প্রতি বাড়িতে গেলে কি তারা কিছু সম্মান করে?

উত্তরদাতা: মোটর সাইকেলে স্বাভাবিক কিছু খরচ হবে। এটাতো পাওয়া যাবে।

প্রশ্নর্কতা: এমনে পশু চিকিৎসক হিসাবে কিছু সম্মানী দেয়?

উত্তরদাতা: ঐ যে দুইটা মিলায়ে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। ঔষধ বিক্রেতার প্রতিনিধি কেউ কি ভিজিটে আসে আপনার কাছে?

উত্তরদাতা: হ কোম্পানী আসে।

প্রশ্নর্কতা: এসে উনারা আপনার সাথে কি করে?

উত্তরদাতা: এসে নতুন প্রোডাক্ট হলে আলাপ করে।

প্রশ্নর্কতা: উনারা কি গরুর মালিকদের সাথে আলাপ করে নাকি শুধুমাত্র আপনাদেরকে ভিজিট করে?

উত্তরদাতা: নতুন কোন প্রডাক্ট হলে সেটা সম্পর্কে অবহিত করে আরকি।

প্রশ্নর্কতা: আর যারা খামারী আছে তাদের কাছে যায় কিনা?

উত্তরদাতা: খামারীর কাছে যায় কিনা সেটা আমি বলতে পারবো না।

প্রশ্নর্কতা: এখণ ঝুকি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি। আপনি কি মনে করেন এন্টিবায়োটিক রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ কার্যকরী।

প্রশ্নর্কতা: কি কি উপায়ে এটি কাজ করে? মানে রোগ ভাল করার জন্য কি কি উপায়ে এটি কাজ করে? যদি একটু খুলে বলেন।

উত্তরদাতা: এটি ব্যকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে এবং ব্যাকটেরিয়া ধংস করে।

প্রশ্নর্কতা: ব্যাকটেরিয়া ধংস করলে কি লাভ হচ্ছে?

উত্তরদাতা: ভাল হয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে কাজ করে?

উত্তরদাতা: এটা তো আগে বলা হল।

প্রশ্নর্কতা: আর ও দুই একটা যদি নতুন পয়েন্ট বলেন? আর ও কয়েকটা রোগের নাম যদি বলেন?

উত্তরদাতা: উত্তরদাতা উত্তর দেননি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা এন্টিবায়োটিকের তো অনেক গ্রুপ আছে। কোন গ্রুপের ঔষধটি ভালভাবে কাজ করে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরদাতা: ঐ যে দুইটা গ্রুপ একত্রে করছে।

প্রশ্নর্কতা: কোনটা বলছিলেন যেন?

উত্তরদাতা: এই যে এমকক্স।

প্রশ্নর্কতা: এমকক্স এইটা কোন গ্রুপ বলছিলেন?

উত্তরদাতা: এখানে আপনার গ্রুপটা হলো এমস্কাসিলিন এবং কস্কাসিলিন। যৌথ করছে। এটা আগে ছিল না। ইনজেকশনটা ভাল কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা: এরকম যৌথ আর কোন গ্রুপ আছে?

উত্তরদাতা: যৌথ গ্রুপ এইটায় পাইছি। এখন আর আছে কিনা? থাকতে পারে। আমরা তো বলতে পারবো না।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স এই জিনিষটা কি?

উত্তরদাতা: না বলতে পারবো না।

(৫০ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: ধরেন একটা গবাদি পশুর ক্ষুরা রোগ হল বা তার ইনফেকশন হল। আপনি ঔষধ দিলেন। অসুখটা ভাল হইলো না। আপনাকে তিন চার দিন পর আবার ফোন দিল ডাক্তার সাহেব ঔষধ তো দিলেন গবাদি পশুর রোগতো ভাল হয়নি। এখন এই রোগটা যে ভাল হচ্ছে না। কেন ভাল হচ্ছে না? এটা কি একটু খুলে বলতে পারবেন?

উত্তরদাতা: এইডা হয়ত নিয়মমাফিক পড়ে নাই (খায় নাই)। এই জন্য পরবর্তীতে যাতে ভাল হয় এ জন্য উপরের দিকে কাউকে (ডিভিএম ডাক্তার) দেখাতে হবে।

প্রশ্নর্কতা: একটা রোগ যাতে বার বার না হয় সে জন্য কি পদক্ষেপ বা কি করা যেতে পারে?

উত্তরদাতা: যেমন ক্ষুরা রোগ আছে। এটা না হওয়ার জন্য ভ্যাকসিন আছে। ভ্যাকসিন দেয়া যেতে পারে। ওটার প্রতিষেধক ভ্যাকসিন।

প্রশ্নর্কতা: আমরা বলি না এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স হয়ে যাচ্ছে। এই যে রেজিসটেন্স শব্দটা এটার অর্থটা কি ? একটা বলতে পারবেন বুঝায়ে।

উত্তরদাতা: না। না।

প্রশ্নর্কতা: মানে কি কি কারনে এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স হয় এটা কি বলতে পারবেন?

উত্তরদাতা: না। বলতে পারবো না।

প্রশ্নর্কতা: কয়েকটা কারন কি বলতে পারবেন?

উত্তরদাতা: না। বলতে পারবো না।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স যাতে না হয় এ জন্য কোন ব্যবস্থা কি নেয়া যেতে পারে?

উত্তরদাতা: প্রতিষেধকের জন্য টিকাটা নেয়া যেতে পারে। আর কিছু থাকতে পারে। কিন্তু আমার জানা নাই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। সঠিক নিয়ম-নিদের্শনা অনুযায়ী এন্টিবায়োটিক সেবনের চ্যালেঞ্জসমুহ কি কি?

উত্তরদাতা: চ্যালেঞ্জ হল অন্যান্য ঔষধের কম বেশি হইলে সমস্যা নাই। কিন্তু, এন্টিবায়োটিকটা সঠিক নিয়ম অনুযায়ী না খাওয়াইলে কাজটা কার্যকারিতা ঠিকভাবে হয় না।

প্রশ্নর্কতা: মানে কেন হবে না কাজটা?

উত্তরদাতা: ঐ ধরেন নিয়মানুযায়ী না খাওয়ার কারনে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তাইলে নিয়ম মাফিক খাইতে হইলে কি জিনিষ মাথায় রাখতে হবে?

উত্তরদাতা: ঐ সময়টা।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা এখন একটু নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। প্রশিক্ষিত ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া রোগীদের কাছে কি আপনি এন্টিবায়োটিক বিক্রি করেন?

উত্তরদাতা: এদের এডভাইস বেশিরভাগ নেই।

প্রশ্নর্কতা: আপনি কি রোগীদের অনুরোধে এন্টিবায়োটিক বিক্রি করে থাকেন?

উত্তরদাতা: অনুরোধে কোন এন্টিবায়োটিক বিক্রি হয় না। কারন ঐটা সম্পর্কে আমার যদি কোন অভিজ্ঞতা না থাকে, নাম ধরে চায় এ গুলা আমি কিভাবে দিব?

প্রশ্নর্কতা: সে যেহেতু চাচ্ছে সে নিশ্চয় কিছু জানে বা আপনার কাছ থেকে ও জানার চেষ্টা করবে?

উত্তরদাতা: সে যেটা জানে ঐ ইনজেকশনটা আমার কাছে থাকেই না। কারন আমি যেটা সম্পর্কে না জানি ওটাতো আমার দোকানে নাই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। সাধারন ঔষধের বা বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার পর্যবেক্ষন করে এমন কোন পর্যবেক্ষক বা নিয়ন্ত্রিনকারী সংস্থা সম্পর্কে আপনি জানেন কি?

উত্তরদাতা: কোম্পনীর লোক আসে। ওরাই ঔষধ বিক্রয় করে। অনেক সময় আলোচনা করে।

প্রশ্নর্কতা: আর লাইসেন্স বা ট্রেড লাইসেন্স দেখে এরকম কেউ কি আসে? ড্রাগ সুপার কি আসে?

উত্তরদাতা: ড্রাগ সুপার মাঝে মাঝে আসে।

(৫৫ মিনিট ১২ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: উনারা এসে কি করে?

উত্তরদাতা: তখন তো আমার দোকান একত্রে ছিল। লাইসেন্স আছে।

প্রশ্নর্কতা: মানে এসে ওরা কি করে? সরকারি নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা থেকে এসে ওরা কি করে?

উত্তরদাতা: লাইসেন্স দেখবো।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত এমন কোন নীতিমালা সর্ম্পকে আপনি জানেন কি?

উত্তরদাতা: এ বিষয়ে ধারনা তেমন নাই আমার।

প্রশ্নর্কতা: আপনার কি মনে হয়, এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য একটি নীতিমালা বা নৈতিক আচরন-বিধির প্রয়োজন আছে?

উত্তরদাতা: প্রয়োজন আছে।

প্রশ্নর্কতা: কেন মনে হয় যে প্রয়োজন আছে?

উত্তরদাতা: সরকারি নীতি অনুযায়ী চলন মনে করি।

প্রশ্নর্কতা: কেন? নীতি থাকলে লাভটা কি?

উত্তরদাতা: নিয়মানুসারে চলবে।

প্রশ্নর্কতা: লাভটা কি হবে?

উত্তরদাতা: কোন ভুল হবে না।

প্রশ্নর্কতা: আর যিনি বিক্রয় করছেন উনার ক্ষেত্রে কি লাভ হবে? ধরেন আপনি এন্টিবায়োটিক বিক্রয় করতেছেন। সে ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে লাভবান হবেন?

উত্তরদাতা: নীতিমালা থাকলে হয়তো ঐটার একটা নিয়ম থাকবে। ঐ অনুযায়ী চলতে হবে। অবশ্যই লাভবান হবো।

প্রশ্নর্কতা: কে লাভবান হবে? যিনি ব্যবহার করতেছে উনি নাকি যিনি বিক্রয় করতেছেন উনি?

উত্তরদাতা: যিনি ব্যবহার করতেছে উনি এবং যিনি বিক্রয় করতেছেন উনি।

প্রশ্নর্কতা: দুই জনেই লাভবান হবেন?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নর্কতা: আপনার কি মনে করেন, কিছু সেবাদানকারী আছেন, যারা অযোক্তিকভাবে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে থাকেন?

উত্তরদাতা: না এটা আমার জানা নাই।

প্রশ্নর্কতা: এ বিষয়ে আপনি কি কারো কাছে কিছু শুনেছেন?

উত্তরদাতা: না শুনি নাই।

প্রশ্নর্কতা: আপনি কি মনে করেন রোগীর লাভের চেয়ে সরবরাহকারীর আর্থিক লাভের জন্যই প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক লেখা হতে পারে? এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?

উত্তরদাতা: আমি বলতে পারি না।

প্রশ্নর্কতা: বাংলাদেশে এ ধরনের লোকজন আছে না?

উত্তরদাতা: থাকতে পারে। সরাসরি তো আমি দেখি নাই।

প্রশ্নর্কতা: কার ও কাছে এ ধরনের শুনেন নাই?

উত্তরদাতা: এই যে হিউম্যান ক্লিনিকে শুনি। গেলেই পরীক্ষা লেখে। আবার ডায়াগোনেষ্টিকে গেলেই পরীক্ষা লেখে।

প্রশ্নর্কতা: মানে তক্তারচালা বা আশে পাশে কোথাও শুনছেন যে, মানে গেলেই সে এ ধরনের প্রেসক্রাইভ করে?

উত্তরদাতা: না এ ধরনের শুনি নাই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আপনি কি ভোক্তার অধিকার সম্পর্কে জানেন?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: কোথাও কি ভোক্তার অধিকার এ ধরনের কোন সাইনবোর্ড দেখছেন?

উত্তরদাতা: দেখি নাই।

প্রশ্নর্কতা: সঠিক প্রেসক্রিপশন বা প্রেসক্রিপশনে যথাযথভাবে এন্টিবায়োটিক লেখার ক্ষেত্রে কি কি বিষয় অর্ন্তভুক্ত থাকতে হবে?

উত্তরদাতা: ঔষধের নাম থাকবে, ডোস থাকবে, কয় দিন ব্যবহার করতে হবে।

প্রশ্নর্কতা: আর?

উত্তরদাতা: রোগের বিবরন বাম সাইডে দেয়।

(৬০ মিনিট ০০ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: আর কি থাকে?

উত্তরদাতা: ডাক্তারের সিল থাকবে, সিগনেচার থাকবে।

প্রশ্নর্কতা: আর গবাদিপশুর কোন বণর্না থাকে?

উত্তরদাতা: কি জন্য করে, কাউ বা কি লেখা থাকে।

প্রশ্নর্কতা: একটা প্রেসক্রিপশনে আর কি ধরনের ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে?

উত্তরদাতা: না এটা আমি বলতে পারবো না।

প্রশ্নর্কতা: আপনার কি মনে করেন ড্রাগ/ঔষধ কোম্পানীগুলো রোগীদের এন্টিবায়োটিক ব্যবহারে প্রভাবিত করতে পারে?

উত্তরদাতা: তাদের যে প্রোডাক্ট, যার যার কোম্পানীর প্রোডাক্ট তারা তো বলবে আমারটা লেখবেন আমারটা চালাবেন। হেরা তো বলেই থাকে। তারা তাদের প্রোডাক্টটা চালানোর জন্য বলে যে ভাই আমারটা বিক্রি করেন।

প্রশ্নর্কতা: আমি বলতেছি জেনারেল ঔষধ না এন্টিবায়োটিক।

উত্তরদাতা: এ ধরনের বলে না। তাদের কথা হইলো তাদের প্রোডাক্ট চললেই হলো। এটা এন্টিবায়োটিক থাক বা জেনারেল ঔষধই থাক। তাদের প্রোডাক্টটা থাকলেই হলো।

প্রশ্নর্কতা: মানে তারা কি প্রভাবিত করতে পারে? সে সুযোগটা তো তাদের আছে।

উত্তরদাতা: তারা এক এক কোম্পানী এসে বলে এই কোম্পানীর চেয়ে আমারটা একটু কাজ বেশি করবে। এ ধরনের তো বলেই কোম্পানীরা।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি সাধারন ঔষধের ক্ষেত্রে বেশি বলে নাকি এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে বেশি বলে?

উত্তরদাতা: তাদের প্রত্যেক প্রোডাক্ট সম্পর্কে বলে। তাদের কথা হলো তাদের প্রোডাক্ট চললেই তাদের লাভ। এন্টিবায়োটিকই চলুক বা সাধারনই চলুক।

প্রশ্নর্কতা: বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লোকজন এন্টিবায়োটিক নেয়ার জন্য সরকারি হাসপাতালে, বেসরকারি হাসপাতালে অথবা অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানে (যেমন-ঔষধের দোকান) কোথায় যেতে বেশি পছন্দ করে?

উত্তরদাতা: আমাদের এখানে তো সরকারি কোন পশু হাসপাতাল নাই। এখানেই আসে।

প্রশ্নর্কতা: কারা সরকারি হাসপাতালে যায়?

উত্তরদাতা: যখন আমাদের কাছে আসে এবং আমরা চিকিৎসা করি না; তখনই যায়। আমরাই পাঠিয়ে দেই।

প্রশ্নর্কতা: কোন দিকে লোকজন বেশি যায়? তক্তারচালায় যায়?

উত্তরদাতা: তক্তারচালায় তো সরকারি কোন হাসপাতাল নাই। শকিপুর এবং গোড়াই এ আছে ।

প্রশ্নর্কতা: লোকজন বেশিরভাগ কি ঐখানে যায় নাকি এখানে আসে?

উত্তরদাতা: ঐখানে তো আমরাই পাঠায়ে দেই।

প্রশ্নর্কতা: কি ধরনের জটিলতা দেখলে ঐখানে পাঠান?

উত্তরদাতা: ঐখানে জটিলতা মনে করেন যে কতগুলা গরু আছে পড়েই যায় গা। তখন ঐটা আমরা চিকিৎসা করি না অনেক সময়। যে ঐটা ঐখানে যান। ঐখান থেকে ডাক্তার নিয়ে আসেন অথবা প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসেন।

প্রশ্নর্কতা: ঐখানে গবাদি পশু কি সাথে করে নিয়ে যেতে হয়?

উত্তরদাতা: না না গবাদি পশু সাথে করে নিয়ে যায় না। ডাক্তার হয়তো নিয়ে আসে।

প্রশ্নর্কতা: তো ডাক্তার আসলে তাকে খরচ পাতি কিছু দিতে হয় নাকি ফ্রি চিকিৎসা করে যেহেতু সরকারি ডাক্তার?

উত্তরদাতা: সরকারি ডাক্তার। এখন উনাদের সাথে থাকলে না বলা যাব। দেয় কিনা না দেয়?

প্রশ্নর্কতা: এমনি দেখছেন কোন সময়?

উত্তরদাতা: হয়তো সম্মানি হিসাবে কিছু দেয়। হু।

(৬৫ মিনিট ০০ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: আপনি কি গৃহপালিত পশুর জন্য ঔষধ/এন্টিবায়োটিক বিক্রি বা ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন?

উত্তরদাতা: না প্রেসক্রিপশন দেই না। প্রেসক্রিপশন আসলে সে অনুযায়ী ঔষধ বিক্রি করি।

প্রশ্নর্কতা: আর নিজেরা এন্টিবায়োটিক প্রদান করার ক্ষেত্রে প্রেসক্রিপশন প্রদান করেন?

উত্তরদাতা: না ও গুলা আমরা কোন সময় প্রেসক্রিপশন করি না।

প্রশ্নর্কতা: একটা বিষয় একটু জানতে চাচ্ছিলাম-ঔষধ গুলা আপনারা কিভাবে পান?

উত্তরদাতা: কোম্পানী এসে দিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা: বেশিরভাগ ঔষধই কি দিয়ে যায় নাকি আপনাদের গিয়ে আনতে হয়?

উত্তরদাতা: সবই দিয়ে যায়। ওডার দিলে।

প্রশ্নর্কতা: যদি কোন ঔষধ আপনার এখানে পাওয়া না যায়?

উত্তরদাতা: তখন ডাক্তারতো প্রেসক্রিপশন দিল। গরুওয়ালা তখন ঐ প্রেসক্রিপশনানুযায়ী ঔষধ নিয়ে আসে।

প্রশ্নর্কতা: তো আমার ছিল মোটামুটি এই আলোচনা। একটা বিষয একটু লাগবে। সেটা হচ্ছে যে আপনার দোকানে যে এন্টিবায়োটিক গুলা আছে আমাকে যদি পর্যায়ক্রমে একটা একটা দেখান, আমি নামগুলো্ একটু লিখে নিব এবং এটা কোন জেনারেশনের এটা যদি একটু কষ্ট করে বলেন।

উত্তরদাতা: লেখেন এইটা হচ্ছে প্রোনাপেন।

প্রশ্নর্কতা: এটা কোন জেনারেশন ?

উত্তরদাতা: ফাস্ট জেনারেশন লেখেন।

প্রশ্নর্কতা: তারপরে হচ্ছে এমকক্স ভেট। এমকক্সটা এটা কোন জেনারেশন ভাই?

উত্তরদাতা: থার্ড জেনারেশন।

প্রশ্নর্কতা: এটা হচ্ছে রেনামাইসিন ১০০ ভেট।

উত্তরদাতা: এটা অক্সিটেট্রাসাইক্লিন।

প্রশ্নর্কতা: এটা কোন জেনারেশন?

উত্তরদাতা: ফাস্ট জেনারেশন। আর একটা আছে এমপিসিন।

প্রশ্নর্কতা: আছে এখানে (দোকানে)?

উত্তরদাতা: এখানে নাই।

প্রশ্নর্কতা: বানানটা যদি একটু বলেন?

উত্তরদাতা: এ এম পি আই সি আই এন।

প্রশ্নর্কতা: এটা কোন জেনারেশন?

উত্তরদাতা: এমপিসিনটা ফাস্ট জেনারেশন।

প্রশ্নর্কতা: এদিকে আর কিছু আছে ভাই?

উত্তরদাতা: আর মক্সসিলিন ভেট আছে। টেবলেট।

(৭০ মিনিট ২৫ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: এটা কি এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা: এটা কোন জেনারেশন?

উত্তরদাতা: সেকেন্ড জেনারেশন।

প্রশ্নর্কতা: আর কি আছে ভাই?

উত্তরদাতা: ঔষধ বেশি নাই আমার কাছে।

প্রশ্নর্কতা: মানে যে কয়টায় আছে? মানে আপনার কাছে তো শুধু গরু এবং ছাগলের ঔষধ আছে। মুরগী এবং কবুতরের ঔষধ আছে?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: ডায়াডিন। আচ্ছা। এটা কোন জেনারেশনের?

উত্তরদাতা: ফাস্ট জেনারেশন।

প্রশ্নর্কতা: আর কি আছে ভাই?

উত্তরদাতা: আর তো নাই আমার কাছে।

প্রশ্নর্কতা: এই ছয়টা? আর একটু কি কষ্ট করে খুজে দেখবেন আর কিছু আছে কিনা? নিচের তাকে, উপরে বা ঐ সাইডে। ঐ পাশে আছে?

উত্তরদাতা: ও গুলি ডিভি ভিটামিন।

প্রশ্নর্কতা: আর এ দিকে পিছনের দিকে বা কর্নারে কোন কিছু আছে কিনা?

উত্তরদাতা: রেনামাইসিন টেবলেট আছে একপাতা। ইনজেকশন তো লেখছেনই।

প্রশ্নর্কতা: ইনজেকশন কোনটা?

উত্তরদাতা: এই যে লেখলেন রেনামাইসিন।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি ইনজেকশন?

উত্তরদাতা: ইনজেকশন।

প্রশ্নর্কতা: আর ইনজেকশন ফর্মে আর কিছু আছে?

উত্তরদাতা: আমার কাছে বাবা আর কিছু নাই।

প্রশ্নর্কতা: এই কয়টায় না?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নর্কতা: তো ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমাকে অনেক সময় দিলেন। আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি আপনার সু-স্বাস্থ্য কামনা করি। ভাল থাকবেন। পরবর্তীতে আবার কোন গবেষনার কাজে আসলে দেখা হবে। দোয়া করবেন আমার জন্য। ভাল থাকবেন। আচ্ছা। আসসালামুলাইকুম।

উত্তরদাতা: ওয়ালাইকুমুসসালাম।

(৭৩ মিনিট ০৮ সেকেন্ড)

----------oooooooooooooooo----------